দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৯ ...

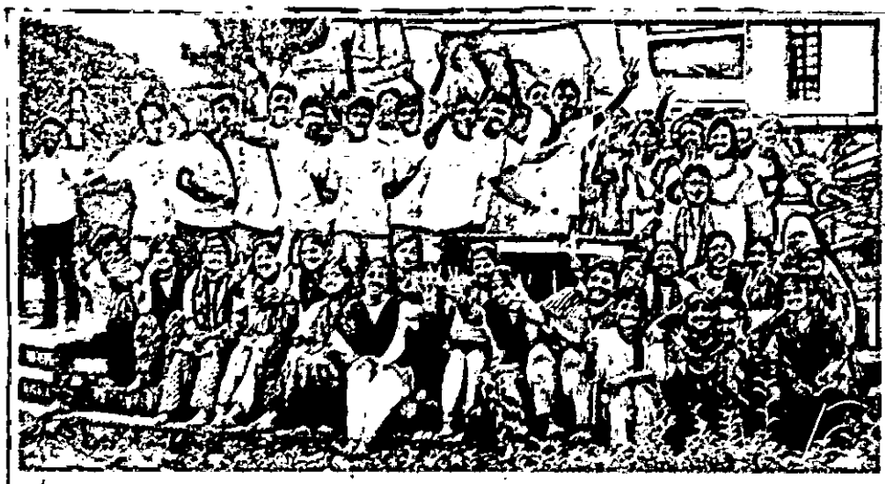

কৃষিভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সম্প্রতি ৫৪ বছর পেরিয়ে ৫৫ বছরে পদার্পণ করেছে। সুদীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় সাফল্য ও সম্ভাবনার খেরোখাতায় যোগ হয়েছে নানা অধ্যায়

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গৌরবের ৫৪ বছর

দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির মাঝেই নিহিত গোটা জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। কৃষিভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সম্প্রতি ৫৪ বছর পেরিয়ে ৫৫ বছরে পদার্পণ করেছে। সুদীর্ঘ এ পথপরিক্রমায় সাফল্য ও সম্ভাবনার খেরোখাতায় যোগ হয়েছে নানা অধ্যায়।

উচ্চতর কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন এবং খাদ্য ও কৃষি কমিশনের প্রতিবেদনে যে সুপারিশ করা হয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দক্ষিণে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে ১২০০ একর এলাকাজুড়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র দুটি অনুষদ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা বাকৃবিতে বর্তমানে ছয়টি অনুষদে কৃষিবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণের সুযোগ রয়েছে। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে দেশে যত গবেষণা পরিচালিত হয়, তার সিংহভাগই বাকৃবিকেন্দ্রিক। নতুন ও সহজতর কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনে বাকৃবির কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট সমস্যায় জর্জরিত, অথচ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের বালাই নেই। সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে হরতাল বা অন্য কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না বাকৃবির শিক্ষা কার্যক্রম। গর্ব ভরে বলা যায়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে ৫৪ বছর পূর্ণ করছে [illegible] গবেষণা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপম মিলন বাকৃবি [illegible]

কৃষি উন্নয়নে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে উন্নত জাতের ফল-ফসল উদ্ভাবন, মাছের উন্নত প্রজাতি ও চাষের সহজ প্রযুক্তি প্রবর্তন, প্রাণিচিকিৎসা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতিতে বাকৃবির অবদান অনস্বীকার্য। প্রচলিত, অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় দেশী-বিদেশী ফল গাছের দেশের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা জার্মপ্লাজম সেন্টারের অবস্থান বাকৃবিতে। মোট ২০ একর জায়গায় বিস্তৃত ফলের এ সংগ্রহশালা। এ ক্যাম্পাসে অবস্থিত দেশের প্রথম এবং একমাত্র কৃষি জাদুঘর। কৃষি বিবর্তনের ইতিহাস কৃষি উপকরণ এবং কৃষি উপকরণ সম্পর্কে ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধারণা দিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ জাদুঘর। জীববৈচিত্র্যের দিক দিয়ে দেশের সেরা বোটানিক্যাল গার্ডেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত। সহস্রাধিক প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে এ গার্ডেনে। বাকৃবিতে রয়েছে একটি বৃহৎ দুগ্ধ খামার, পোলট্রি খামার, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, ফিড মিল, মৎস্য হ্যাচারি, গো-ছাগল জাত উন্নয়ন কেন্দ্র, ভেটেরিনারি ক্লিনিক এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ হোসেন কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে গর্ব করার মতো একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন মাছ ও জলজ জীববৈচিত্র্যের সংগ্রহ নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে 'ফিশ মিউজিয়াম এ্যান্ড বায়োডায়াভারসিটি সেন্টার'।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামেও বাকৃবির গৌরবোজ্জ্বল অবদান আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেও ১১ দফার ভিত্তিতে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে আন্দোলন ও ত্যাগের ইতিহাস। ১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হারায় তার ১৮ বীর সন্তানকে। তাদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের পেছনে নির্মাণ করা হয় 'মরণসাগর' স্মৃতিসৌধ। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শহীদ ছাত্র মুক্তিযোদ্ধার নামে তিনটি হলের নামকরণ করা হয়। ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নির্মাণ করা হয় শহীদ মিনার, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ এবং বিজয় '৭১ নামে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নির্মিত বধ্যভূমি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধের সাক্ষ্য

বহন করে চলেছে।

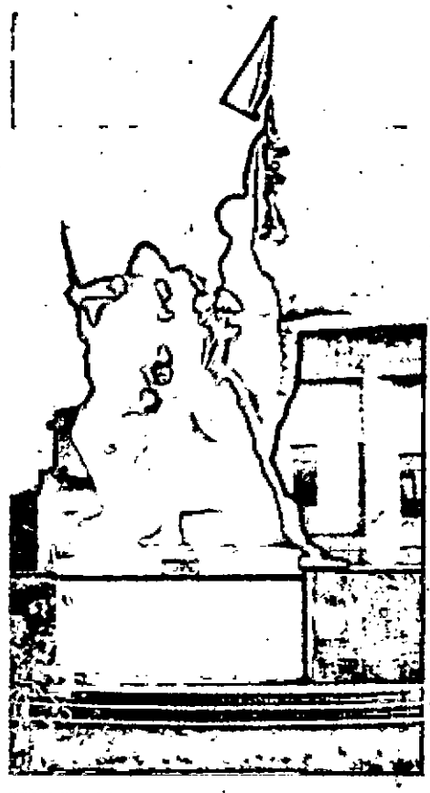

এছাড়া দেশের কৃষি সম্পর্কিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) প্রধান কার্যালয় বাকৃবির সবুজ ক্যাম্পাসেই অবস্থিত।

মোঃ আবদুর রহমান